টেলিফোন ঃ ৩৪-১৫৫২

রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট

ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন

৭-১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

Regd. No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎ চন্দ্র পণ্ডিত

(দাদাঠাকুর)

৭২ কি, মি সাঁতার প্রতিযোগিতা

গত ২৭শে আগষ্ট ভোর পাঁচটায় রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট হ'তে বহরমপুর গোরাবাজার ঘাট পর্যন্ত ৭২ কি, মি সাঁতারে বাংলাদেশ ফেডারেশনের রোশন আলি প্রথম ও ইষ্টারণ রেলের পরমেশ দাস ঘোষ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন।

৫৯শ বর্ষ
১৬শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ১৩ই ভাদ্র, বুধবার, ১৩৭৯ সাল।
৩০শে আগষ্ট, ১৯৭২

নগদ মূল্য ঃ ১০ পয়সা
বার্ষিক ৪৲, সডাক ৫৲

আপনাদের দুর্দ্দশা দেখতে এখানে এসেছি

—মুখ্যমন্ত্রী

সাগরদীঘি, ২৭শে আগষ্ট—আজ বিদ্যালয় ভবনে অনুষ্ঠিত এক সভায় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে বলেন, "কলকাতায় বসে নবগ্রাম এবং সাগরদীঘি থানার মানুষের দুর্দ্দশার কথা শুনেছি। কিন্তু এখানে এসে প্রত্যক্ষ করলাম তা আরও বেশী। আমি আপনাদের দুর্দ্দশা দেখবার জন্যই এখানে এসেছি।" তিনি আরও বলেন, "সাগরদীঘি থানার ভূমি-রাজস্ব মকুব করা হল। ছাত্র-ছাত্রীদের বেতন যাতে মকুব করা যায় তার জন্য আমি শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেব। আরও ব্যাপকভাবে জি, আর টি, আর চালু করা হবে এবং এখানে বেকারদের যাতে কর্ম্মসংস্থানের সুযোগ হয় সেরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।" তিনি রেশন ব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা করে বলেন, "যাঁরা দুর্নীতির আশ্রয় নিয়েছেন তাঁরা ডিলার অথবা সরকারী কর্ম্মচারীই হন না কেন, আমরা কোর্টের ধার ধারবো না—এস, পি-কে বলে দিয়েছি সোজা মিসা-য় গ্রেপ্তার করে তিন বৎসর আটকে দেওয়া হবে। সঙ্গে সঙ্গে এস, পি-কে এ কথাও বলে দিয়েছি যাতে করে নির্দ্দোষীরা শাস্তি না পান সেদিকেও নজর রাখবেন। মন্ত্রীরা চোর, সরকারী কর্ম্মচারীরা চোর এ বদনাম কেন হবে? আমি এ বদনাম ঘুচাবই।"

নবগ্রাম পরিদর্শন করে তিনি এবং কৃষিমন্ত্রী শ্রীসাত্তার বেলা সাড়ে বারোটা নাগাদ এখানে এসে পৌঁছিলে স্থানীয় জনসাধারণ তাঁদের বিপুলভাবে সম্বর্ধনা জানান। জনসাধারণ তাঁদের অভাব-অভিযোগ মুখ্যমন্ত্রীকে জানান। শ্রীরায় ব্লক পরিদর্শনের পর মনিগ্রাম চলে যান। পথে হরহরিতে তাঁর গাড়ী থামিয়ে গ্রামবাসীদের পক্ষে বামপন্থী নেতা গিয়াসুদ্দিন মির্জা গ্রামের অভাব-অভিযোগ সম্বলিত এক স্মারক-লিপি মুখ্যমন্ত্রীকে দেন এবং অঞ্চল প্রধান ডাঃ বদরুল হকের স্বজন-পোষণ নীতি ও সাম্প্রদায়িকতার উস্কানি সম্পর্কে অবহিত করান। মনিগ্রামেও মুখ্যমন্ত্রীকে বিপুলভাবে সম্বর্ধনা জানানো হয়।

বিশ্বস্তসূত্রে জানা গেল যে, জঙ্গিপুর পৌরসভার কর্তৃত্বভার সরকার নিজ হস্তে গ্রহণ করবেন।

বহরমপুরে রাজ্য-মন্ত্রী সভার বৈঠকে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ

বহরমপুর, ২৬শে আগষ্ট—মুর্শিদাবাদ জেলার সদর বহরমপুরে সার্কিট হাউসে আজ রাজ্যমন্ত্রী সভার যে সান্ধ্য বৈঠক হয়েছে তাতে বহু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। মন্ত্রীসভা এই জেলার কতকগুলি সমস্যার আশু সমাধানের যে সিদ্ধান্ত নেন তাতে আছে—ধুলিয়ানে গঙ্গার ভাঙ্গন রোধ, মৎস্যজীবী ও রেশমশিল্পীদের অসুবিধা, বেলডাঙ্গায় বন্ধ চিনি কল পুনরায় খোলা, সেচ ও খরাজনিত ক্ষয়-ক্ষতির পরিস্থিতি।

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীরায় ধুলিয়ানে গঙ্গার ভাঙ্গনে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন এই ভাঙ্গন রোধ করার জন্য একটি সমীক্ষক দল পাঠানর জন্য কেন্দ্রের কাছে অনুরোধ জানান হবে। মন্ত্রীসভার সদস্যরা, জেলার এম, এল, এরা জেলার অফিসারদের সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হয়ে জেলার সমস্যা ও করণীয় সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

মুর্শিদাবাদ জেলায় জেলেদের সাহায্যের জন্য মন্ত্রীসভা এক লক্ষ টাকা, রেশম শিল্পীদের সাহায্যের জন্য দুই লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেন। বেলডাঙ্গার বন্ধ চিনি কল খোলার জন্য মন্ত্রীসভা আইন ও শিল্পদপ্তরকে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি নিযুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং এই কমিটি দুই মাসের মধ্যে তাঁদের রিপোর্ট পেশ করবেন। জেলার ৭০টি নদী থেকে সেচ প্রকল্প চালু হবে। জেলায় জেলায় সমাজ শিক্ষা কমিটি নিযুক্ত হবে। রাজ্যে আরও একটি অতিরিক্ত ইন্সপেক্টর জেনারেল (সি-আই-ডি) পদ সৃষ্টি হবে। স্থানীয় বিধান সভার সদস্যদের দাবী অনুযায়ী রাজ্য সরকার সেচ, বীজ, সার, কৃষি ও গবাদি-পশু বাবদ অধিক সাহায্য দেবেন।

ছাত্র ও যুব-কংগ্রেসের দাবী

বহরমপুরে এই দিন ছাত্র ও যুব-কংগ্রেসের দাবী মুখ্যমন্ত্রীর নিকট পেশ করেন, তার মধ্যে আছে ঃ— ১। ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শিল্পের উন্নতি। ২। একটি পূর্ণাঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন। ৩। বহরমপুর ইলেকট্রিক সাপ্লাই-এর দায়িত্বভার গ্রহণ।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৩ই ভাদ্র বুধবার সন ১৩৭৯ সাল।

॥ ইঁদুর কপালে ॥

'ইঁদুর কপালে' বাগ্‌ধারাটি চলিত বাংলায় পাওয়া যায় যাহার অর্থ দুর্ভাগা। পশ্চিমবঙ্গ এখন 'ইঁদুর কপালে' হইয়া পড়িতেছে। সারা ভারতের প্রদেশে প্রদেশে উন্নয়নের ব্যাপক সাড়া ও প্রস্তুতি; এই সময় কিন্তু এই রাজ্যের পরিদৃশ্যমান অস্থিপঞ্জর, কোটরগত চক্ষু ও ক্ষীয়মাণ প্রাণশক্তি। তৎসত্ত্বেও তাহার উপর শোষণের নানা কলাকৌশল, বঞ্চনার নির্লজ্জ ভূমিকা এবং স্তোকবাক্যে দরদের অভিনয়। বঙ্গপুঙ্গবেরা চক্ষুষ্মান আপন স্বার্থরক্ষায়, অন্ধ রাজ্যের স্বার্থসাধনের প্রচেষ্টায় আর অন্ধ-মূক-বধির যখন সে সর্বভারতীয় স্বার্থে নিজের সব কিছু খোয়ায়। কোন্ দোহাইয়ে এহেন সৎকাজ আজ অব্যাহত তাহা বুদ্ধির অগোচরে। শিক্ষা, অর্থনীতি, মাথাপিছু আয়, কর্মের সংস্থান প্রভৃতিতে বাঙ্গালী দিনের দিন পিছাইয়া যাইতেছে। স্ফীতকায় অন্যান্য প্রদেশ। সর্বত্র চলিতেছে প্রাচুর্যের প্রয়াস, আর এখানে সম্বল শুধু হতাশ্বাস।

যদি একের ধ্বংস অন্যকে গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করে, তবে বঙ্কিমচন্দ্র সৃষ্ট কমলাকান্ত ঠিকই বলিয়াছে—'আমি অনেক অনুসন্ধান করিয়া দেখিতেছি পরের জন্য আত্মবিসর্জন ভিন্ন পৃথিবীতে স্থায়ী সুখের অন্য কোন মূল নাই'। তাই বুঝি এই রাজ্য স্থায়ী সুখের সন্ধানে আত্মবিসর্জনের পথ ধরিয়াছে। কিন্তু ইহা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত নহে।

এই রাজ্যের গ্রামসমূহে বিদ্যুৎ সরবরাহ আজিও হইল না; শিল্পের ব্যাপারে তাহার প্রতি প্রতিকার-হীন অবিচারের কথা সে জানে; কয়লা ও লোহার উৎপাদন এখানে বেশী, অথচ সর্বভারতীয় শিল্পোন্নয়নের প্রয়োজনবিধায় ইহাদের দাম সারা ভারতে সমান। কিন্তু তুলার অসম দাম বাঁধিয়া দেওয়ার ফলে পশ্চিমবঙ্গের কাপড়ের কলগুলি মরিতেছে। তা মরুক, পরের জন্য আত্মবিসর্জন ভিন্ন সুখ নাই। পাটের চাষ বাংলায় বেশী; ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার্জনে তথা অবাঙ্গালী চটকল মালিকদের অর্থাগমে সুযোগদানের উদ্দেশ্যে বাংলার চাষী পাটের ন্যায্য দাম পাইতেছে না—ইহা আমরা পূর্বেও বলিয়াছি। কিন্তু প্রধান মন্ত্রীর রাজ্যের এবং পাঞ্জাবের চাষীরা গমের জন্য ভরতুকি পান কেন? এই অসম আচরণ সর্বভারতীয়তাবাদের বুলিতে চাপা দেওয়া হয়। বাংলার সেচব্যবস্থা সম্বন্ধে সকলেই উদাসীন আর তাহারই প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইতেছে এই বৎসরের খরা ও অনাবৃষ্টির ফলশ্রুতিতে। এখান হইতে যে ট্যাক্স কেন্দ্রে যায় তাহার কতটুকু অংশ এখানে দেওয়া হয়? এই রাজ্যের দৌলতে যে বিদেশী মুদ্রা পাওয়া যায়, তাহার কতটুকু অংশ এই রাজ্যের উন্নয়নের জন্যে ব্যয় করা হয়?

সর্বভারতীয়তার স্বার্থে বাংলা বহুভাবে নিজেকে নিঃস্ব, রিক্ত করিয়াছে, এখনও করিয়া যাইতেছে। কিন্তু বাংলাকে শেষ করিয়া আজ যাহারা পুষ্ট হইতেছে, বাংলার কঙ্কাল বাহির হইলে সে পুষ্টি থাকিবে কি? ফরাক্কায় প্রয়োজনীয় জল দিতে বহু অনিচ্ছা দেখান হইয়াছিল। এমন কি এ কথাও শুনিতে হইয়াছে যে, শুধু বাংলাকে দেখিতে গিয়া ভারতের অন্যান্য স্থানের উন্নয়ন ব্যাহত হইবে, ইহা চলে না। সেচের জন্যে সংশ্লিষ্ট স্থানসমূহে গভীর নলকূপ ও বিদ্যুৎ আছে। বাংলার কোন্ কোন্ জেলায় এই নলকূপ আছে তাহা কাহারও অজানা নাই এবং বাংলার গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ অভাবে যাও বা নলকূপ আছে, তাহা চালু হয় না, ইহাও সকলে জানেন। তথাপি সেচের জন্য উত্তর-প্রদেশকে গঙ্গার জল টানিয়া লইতে হইবে এবং বেশ কিছু সংখ্যক সেচ প্রকল্পের জন্য গঙ্গার জলের প্রবাহে টান থাকিবে। অথচ তাহাতে বাংলা মরিবে। সবুজের ঢেউ আজ ভারতের অনেক ঊষর মাটিতে, আর শস্যশ্যামলা বাংলার মৃত্তিকায় মরুভূমির তৃষ্ণা। এই সব কাহাদের সৃষ্টি? আর কেনইবা বঙ্গপুঙ্গবেরা শ্মশান বাংলার বুকে পিশাচের উল্লাস শুনিতে পান না?

পশ্চিমবঙ্গের প্রায় প্রতিটি যুবকই এখন বেকার। রাজ্য সরকার বেকারত্ব মোচনের সুস্পষ্ট কার্যক্রম এখনও গ্রহণ করিতে পারেন নাই। অথচ এক বিদ্যুৎ-সংকটের জন্য হাজার হাজার বেকারের সৃষ্টি হইতেছে। কলিকাতার পাতাল রেল প্রকল্পে দশ হাজার লোকের কর্মসংস্থানের সাহায্যে বাঙ্গালী বেকারদের সংখ্যা সামান্য হইলেও কমান যাইত। সংবাদে জানা যায় (যুগান্তর ২/৮/৭২) যে, মেট্রোপলিটান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্টের সদর দফতর কলিকাতায় থাকিলেও লোক নিয়োগের অধিকারী হইবে না, লোক নিয়োগ করিবে কেন্দ্রীয় রেল মন্ত্রক। অর্থাৎ উক্ত সংস্থাটি ঢাল-তলোয়ারবিহীন নিধিরাম সদার হইয়া বঙ্গীয় বেকারদের প্রতি নিজেদের সদিচ্ছা ও অপারগত্ব প্রকাশ করিবে। আর এই পরিস্থিতিতে বাংলার জেলায় জেলায় ভ্রাম্যমাণ রাজ্য সরকারের পিছনে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইবে যে টাকার দ্বারা অন্ততঃ একটা কিছু হইতে পারিত। বাংলার নিদারুণ খরা পরিস্থিতির জন্য রাজ্য সরকার কেন্দ্রের কাছে ৩০ কোটি টাকা চাহিলেও কেন্দ্র ৬ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা দিতে পারেন। মানুষের মর্মান্তিক অবস্থাতেও ইহাকে কে না বলিবে চূড়ান্ত অবহেলা? বাংলার কঙ্কাল আত্মপ্রকাশ করিতেছে; আর এই প্রেতনৃত্য দেখিতে সবাই মশগুল। পশ্চিমবঙ্গ সত্যই 'ইঁদুর কপালে'।

ফসল তছরুপের প্রতিবাদে

নিমতিতা, ২২শে আগষ্ট—ফরাক্কা থানার অন্তর্গত কুলিদিয়াড়ে (চর) সরকার প্রদত্ত প্রায় এক হাজার বিঘা খাস জমি ভূমিহীন চাষীগণ বেশ কিছুদিন যাবৎ ভোগ-দখল করে আসছে। বর্ত্তমানে উক্ত চর এলাকায় ধান বোনা হয়েছে। ঐ অঞ্চলের কয়েকজন জোতদার গুণ্ডাবাহিনীর সাহায্যে ঐ সব ধান গবাদি পশু দিয়ে ও অন্য উপায়ে তছরুপাত করছে। সরকারকে আবেদন নিবেদন করেও কোন প্রতিকার বা সাহায্য পাওয়া যাচ্ছে না। গত ২১/৮/৭২ তারিখে ঐ অঞ্চলের কয়েকজন গ্রামবাসী জঙ্গিপুরের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট এর সঙ্গে এক প্রতিনিধিত্বমূলক সাক্ষাৎকারে সন্ত্রাসমূলক কাজের ও দুষ্কৃতকারীদের শাস্তির দাবী করেন।

ফরাক্কায় কৃষি মন্ত্রী ও সেচ মন্ত্রী

ফরাক্কা, ২০শে আগষ্ট—আজ ফরাক্কায় রাজ্য-সরকারী কর্ম্মচারী ফেডারেশন, ফরাক্কা শাখার উদ্যোগে, মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলার সমবেত অধিবেশন হয়ে গেল। এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের কৃষি ও আইন মন্ত্রী শ্রীআবদুস সাত্তার ও প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন পঃ বঃ সরকারের সেচ ও বিদ্যুৎ মন্ত্রী শ্রীএ, বি, এ, গণি খান চৌধুরী। পঃ বঃ সরকারী কর্ম্মচারী ফেডারেশনের সভাপতি ও সম্পাদক, যথাক্রমে শ্রীশচীন বসু ও শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর মিত্র অধিবেশনে বিশেষ অতিথিরূপে উপস্থিত থাকেন।

সভার প্রারম্ভে শ্রীশচীন বসু তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে ফরাক্কা বাঁধ প্রকল্পে শ্রমিক কর্ম্মচারীদের বিভিন্ন সমস্যার দিকে আলোকপাত করেন ও এই সব আলোচিত সমস্যার সমাধানের পথনির্দ্দেশ করেন। শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর মিত্র এই সব সমস্যা সমাধানে উপস্থিত মন্ত্রীদ্বয়ের কাছে প্রতিশ্রুতি দানের অনুরোধ রাখেন। সভাপতি ভাষণকালে শ্রীসাত্তার ফরাক্কার বাঁধ প্রকল্পের নির্ম্মাণ শেষে উদ্বৃত্ত সকল-স্তরের শ্রমিক কর্ম্মচারীদের কর্ম্মসংস্থানের উপর জোর দেন এবং এই সব কর্ম্মচারীদের নতুন কাজে যোগদান করার জন্যে ফরাক্কায় শিল্পনগরী স্থাপনার আশু প্রয়োজন উল্লেখ করেন। শ্রীসাত্তার দ্বিধাহীনভাবে ফরাক্কার সর্ব্ববিধ উন্নতিসাধনে তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টার প্রতিশ্রুতি দেন।

তিনি আরো বলেন, বর্ত্তমান ওভার-টাইম প্রথা বিলোপে করে, বেকার শিক্ষিত যুবকদেরকে কর্ম্ম-সংস্থানে সরকারকে প্রয়োজনীয় পথ অবলম্বন করতে হবে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে রাজ্য সরকারী কর্ম্মচারী ফেডারেশনের সভ্যবৃন্দ ওভার-টাইম প্রথা বিলোপে নিজেদের সক্রিয় প্রচেষ্টার শপথ নেন। স্থানীয় জনসাধারণের উদ্দেশ্যে তিনি জানান, সরকার —অনুন্নত কৃষি ভূমিতে কৃষিঋণ, পাম্পসেট বিতরণ ও বর্ত্তমান রেশন ব্যবস্থার উন্নতিসাধন করিয়ে সুষ্ঠু বিলি ব্যবস্থা ত্বরান্বিত করার বাস্তব রূপায়ণে মনো-যোগী হয়েছে।

সেচ ও বিদ্যুৎ মন্ত্রী শ্রীগণি খান চৌধুরী ভাষণ-দানকালে ফরাক্কার ফিডার ক্যানেলের কাজ শীঘ্র শেষ করতে স্থানীয় জনসাধারণের কাছে অনুরোধ করেন। তিনি বলেন, পঃ বঃ তথা ভারতের অর্থ-নৈতিক উন্নতিসাধনে কলিকাতা বন্দরের যে বিশাল অবদান—তার ভবিষ্যৎ ফরাক্কা বাঁধ প্রকল্পের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। এই কারণে ফিডার ক্যানেলের কাজ '৭৩ সালের মধ্যে শেষ না করলে কলিকাতা বন্দরের মুমূর্ষু অবস্থা আরো কঠিন হয়ে দাঁড়াবে।

পরিশেষে মন্ত্রীদ্বয় ফরাক্কার উদ্বৃত্ত কর্ম্মচারীদের রাজ্য সরকারী দপ্তরে কর্ম্মসংস্থানের অংগীকার করেন ও সর্ব্বোপরি সমস্ত রকমের সমস্যার পাশে দাঁড়ানোর প্রতিশ্রুতি দেন।

সরকারী গোডাউনে চাল চুরির প্রসঙ্গে

গত ২৩শে আগষ্ট রঘুনাথগঞ্জে অবস্থিত এফ, সি, আই গোডাউন-এর অভ্যন্তর হ'তে ছয় কুইন্ট্যাল আতপ ও দুই কুইন্ট্যাল উষ্ণ চাল চুরি যায়। পুলিশ তল্লাসী চালিয়ে ঐ দিন রাত্রে গোডাউন কলোনীর একটি বাড়ী হ'তে চোরাই চাল উদ্ধার করে এবং লব হালদার নামে জনৈক যুবককে গ্রেপ্তার করে।

পরদিন দুপুর পর্যন্ত তল্লাসী চালিয়ে পুলিশ লবের ভাই কুশকে দু'টি তাজা বোমাসহ গ্রেপ্তার করে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে গত ২৫শে আগষ্ট পুলিশ সন্দেহক্রমে মিঞাপুরের চাল ব্যবসায়ী বলরাম দত্তকে গ্রেপ্তার করে। নিরীহ ব্যবসায়ী বলরাম দত্তকে জামিনে মুক্তি দেয়ার প্রস্তাব নিয়ে স্থানীয় যুব-কংগ্রেস ও ছাত্র পরিষদের কর্মীরা থানায় গেলে তাঁদের সে প্রস্তাব থানা কর্তৃপক্ষ অগ্রাহ্য করেন। এরই প্রতিবাদে যুব-কংগ্রেস ও ছাত্র-পরিষদ গত ২৬শে আগষ্ট স্থানীয় শহরে চব্বিশ ঘণ্টাব্যাপী ধর্ম্ম-ঘটের ডাক দেন এবং তাঁরা বহরমপুরে অবস্থানরত রাজ্য স্বাস্থ্যমন্ত্রী অজিত পাঁজাকে এ ব্যাপারে ফোন করেন। শ্রীপাঁজার হস্তক্ষেপে ধর্ম্মঘট প্রত্যাহার করা হয় ও বলরাম দত্ত জামিনে মুক্তি পান।

জঙ্গিপুরে ত্রাণ ও মৎস্য মন্ত্রী

গত ২৭শে আগষ্ট রাজ্য ত্রাণ ও মৎস্য মন্ত্রী সন্তোষ রায় রঘুনাথগঞ্জ ব্লক—২ অফিস পরিদর্শন করেন। সেখানে বিভাগীয় কর্ম্মীদের গুরুত্বপূর্ণ কাজে গাফিলতি দেখে অসন্তোষ প্রকাশ করেন।

ভ্রাতৃ বিরোধের পরিণতি

গত ২৬শে আগষ্ট রাত্রে স্থানীয় কালীচরণ ব্যানার্জী, রবি ব্যানার্জী ও শান্তিচরণ ব্যানার্জীর সাথে অপর ভাই উমাচরণ ব্যানার্জীর কোন কারণে সংঘর্ষ হয়। ফলে উমাচরণ ব্যানার্জী, তাঁর কন্যা ও অপর পক্ষের শান্তিচরণ ব্যানার্জী ও রবি ব্যানার্জী গুরুতররূপে আহত হন। তাঁদের জঙ্গিপুর সদর হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হয়। দু'পক্ষই পুলিশ কেস করেন। ৩২৬ ধারায় কালীচরণ ব্যানার্জী, রবি ব্যানার্জী ও শান্তিচরণ ব্যানার্জীকে বিনা জামিনে গ্রেপ্তার করা হয় এবং ৩২৪ ধারায় উমাচরণ ব্যানার্জী, রবি ব্যানার্জীর এক পুত্র ও কালীচরণ ব্যানার্জীর এক পুত্রকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। পরে তাঁরা জামিনে মুক্তি পান।

উল্লেখ্য—কালীচরণ ব্যানার্জী রঘুনাথগঞ্জ বাজার পোষ্ট অফিসের পোষ্ট মাষ্টার। তিনি গ্রেপ্তার হওয়ায় গত ২৮শে আগষ্ট বাজার পোষ্ট অফিস বন্ধ থাকে ফলে ঐ এলাকার জনসাধারণকে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করতে হয়।

শ্রীঅরবিন্দ গৃহ-নির্ম্মাণ সমিতি গঠন

গত ২৪শে আগষ্ট সন্ধ্যায় রঘুনাথগঞ্জ শ্রীমাতৃচক্রের সম্পাদক শ্রীনিতাইচন্দ্র হালদারের আহ্বানে স্থানীয় শ্রীঅরবিন্দ অনুরাগীদের লইয়া দেশবন্ধু যতীনদাস পাঠাগারে একটি সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় শ্রীঅরবিন্দ গৃহ-নির্ম্মাণ সমিতির কার্যকরী কমিটি গঠিত হইয়াছে ঃ— সর্ব্বশ্রী জ্ঞানেন্দ্রভূষণ গুপ্ত -- সভাপতি, শম্ভুনাথ রায়—সহ-সভাপতি, গৌরীপতি চট্টোপাধ্যায়— সম্পাদক, মোহনবাঁশী হালদার—সহ-সম্পাদক, প্রদ্যোতকুমার রায়—কোষাধ্যক্ষ, জ্যোৎস্না বন্দ্যোপাধ্যায়, বিনতাকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বৃন্দাবন-বিহারী দত্ত, ভবানীপ্রসাদ বড়াল, রাজেন্দ্রনাথ সাহা, শচীন সেনগুপ্ত, নিমাই সেনগুপ্ত, সত্যনারায়ণ প্রামাণিক ও অশোককুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়-দিগকে লইয়া শ্রীঅরবিন্দ গৃহ-নির্ম্মাণ সমিতির কার্যকরী কমিটি গঠিত হইয়াছে।

সেদিনের ফুটবল

—হরিলাল দাস

জঙ্গিপুর মহকুমায় লোকপ্রিয় ফুটবল খেলার সরস বিবরণ ইতিহাসের সামগ্রী হয়ে আছে 'কাঞ্চনতলার কাপ'-এ। বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকে এই মহকুমায় ফুটবল খেলার কেমন চর্চ্চা ছিল, সাধারণ লোকে কিভাবে এই ক্রীড়াপ্রতিযোগিতা উপভোগ করতেন, এ-সব তথ্য জানা যায় ঐ মজার পুস্তিকাখানা থেকে। কিন্তু আজকাল এখান থেকে ফুটবল বুঝি নির্বাসিত। তাই অতীত খুঁজে ইতিহাস বের করতে হচ্ছে। অনেক ইতিহাস আছে। তারই কয়েকটি টুকরো মাত্র সেদিনের স্মৃতি জাগরুক করবে।

মহকুমা সদর রঘুনাথগঞ্জ—জঙ্গিপুরকে কেন্দ্র করে মাঠে মাঠে যে ফুটবলের আসর জমতো তার ইতিহাস হ্রস নয়। অপেশাদার ফুটবল ক্লাবগুলি ছাড়াও মহকুমার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে ফুটবল চর্চ্চা ও প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ ছিল মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠার অঙ্গ।

জঙ্গিপুর, বাড়ালা, নিমতিতা ও কাঞ্চনতলা—এই চারটি হাই স্কুল প্রাক্-স্বাধীনতাকালে ফুটবল খেলায় বিশিষ্ট ছিল। এই সব বিদ্যালয়ের মাঠে মাঠে বহু ভবিষ্য খ্যাতির জন্ম হয়েছে।

শতাব্দীর পঞ্চম দশকের গোড়ার দিকে এখানে যতগুলি নাম করা প্রতিযোগিতা হয়েছে—যেমন দ্বিজপদ মেমোরিয়াল শীল্ড প্রতিযোগিতা, যমুনা মেমোরিয়াল শীল্ড প্রতিযোগিতা—সবেতেই জঙ্গিপুর হাই স্কুল দল ফাইন্যালিষ্ট হতে পেরেছে। কখনও বিজয়ী হয়েছে, কখনও রানার্স আপ।

দফরপুর নিবাসী স্বর্গত পঙ্কজকুমার দাস মহাশয় তাঁর পিতৃদেবের স্মৃতির উদ্দেশে একটি ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করতেন। জেলার বাইরে থেকে এমন কি প্রদেশের বাইরে থেকেও নাম করা সব দল আসতো এই খেলায় অংশ নিতে। সাহেবগঞ্জ থেকে আসতো একটি বাঙ্গালী প্রধান দল।

যে সব বিশিষ্ট খেলোয়াড়ের কথা ব্যক্তিগতভাবে স্মৃতিতে আছে তার মধ্যে গাফ্ফারের নামটা বেশ উজ্জ্বল। নাম তার শামশুল হুদা। কিন্তু গাফ্ফার নামেই অধিক পরিচিত। জঙ্গিপুর স্কুলের নাম করা ছাত্র ও ভাল স্পোর্টসম্যান। সুযোগ সন্ধানী ও ক্ষিপ্র সেন্টার ফরওয়ার্ড, গোল করতে ওস্তাদ সে। প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়দের একমাত্র লক্ষ হতো গাফ্ফারকে গার্ড দেওয়া। পরবর্তীকালে সে পূর্ব্বপাকিস্তানে গিয়ে রাজসাহী কলেজ "ব্লু" হয়েছিল। এখন সে বাংলাদেশের অধিবাসী।

মনে পড়ে মলিন দাসের পরিচ্ছন্ন খেলা। বল নিয়ে ছুটে ঢুকতেন পেন্যালটি বক্সে, মুহূর্তে অব্যর্থ সটে নিশ্চিত গোল। ইনি পরবর্তীকালে বহরমপুরে ব্রজভূষণ ক্লাবের হয়ে বড় বড় খেলায় অংশ গ্রহণের কৃতিত্ব অর্জন করেছেন।

রক্ষণ বিভাগে গোবিন্দপুরের গঙ্গা রায়। জঙ্গিপুর স্কুল হষ্টেলে থাকতেন। মাথায় রুমাল বাঁধা গঙ্গাদার রুদ্রমূর্ত্তি দুই পা ও মাথা দিয়ে সমানে খেলতেন। যেখানে বল সেখানেই গঙ্গাদা বিপর্যয় ঠেকাচ্ছেন। জঙ্গিপুর স্কুল ফুটবলের সে এক উজ্জ্বল অধ্যায়।

দীর্ঘদেহী উন্নতনাশা ইলিয়াস খাঁ ছিল এক সময় গাফ্ফারের জুটি। দীর্ঘ ও তীব্র হেড করে দর্শনীয় গোল করত সে। এখন প্রতিদিন বিকেলে সে তার ক্রীড়াদক্ষ পা-দুখানি মুড়ে বদ্ধ ঘরে বসে বসে সিনেমার টিকিট বিক্রি করে।

সেদিনের সেই মুক্ত মাঠের নির্মল স্বাস্থ্যপ্রদ আমোদ আর আজকের এই বিষবাষ্প বদ্ধ ঘরে সংকীর্ণ-ক্লিন্ন প্রমোদ! কালের গতিতে এই পরিবর্তন যেন একটি অবক্ষয়ের প্রতীক। তাই আজ আর মাঠে মাঠে ফুটবল পেটার আওয়াজ ওঠে না সিনেমালুব্ধ বিকেলে।

ক্রমশঃ

চুরি

রঘুনাথগঞ্জ থানার উমরপুর এলাকায় গত ১৩।৮ এবং ১৫।৮ তারিখে তিন জায়গায় চুরি হওয়ায় ঐ এলাকার বাসিন্দারা ভীত এবং দিশাহারা। পুলিশ-বিভাগ নিজেদের দায়িত্ব সম্বন্ধে সজাগ হ'লে, গ্রামবাসীরা আবার শান্তি ফিরে পেতে পারে।

॥ জঙ্গিপুরের কড়চা ॥

শুরু যার জঙ্গিপুরের সদরঘাটে শেষ গোরা-বাজারে। এশিয়ার সেই বৃহত্তম সন্তরণ প্রতিযোগিতা। ৭২ কিলোমিটার ভাগীরথী বুকে সাঁতারুদের সন্তরণ আর সঞ্চরণ। এবারের প্রতি-যোগিতায় কিছু নূতনত্ব দেখা গেল। বাংলাদেশ থেকে এসেছেন প্রখ্যাত সাঁতারু শ্রীব্রজেন দাস। এসেছেন আরও কয়েকজন প্রতিযোগী। উৎসবের উদ্বোধন করতে ক'লকাতা হতে এসেছেন সস্ত্রীক মেজর জেনারেল প্রেমাংশু চৌধুরী। আজ ভোরের আকাশটা কাটা-ছেঁড়া মেঘে ছিল ঢাকা। ছিটে-ফোঁটা বৃষ্টি, অনাসৃষ্টি করার আয়োজন করলেও দমাতে পারেনি শত শত দর্শকের অত্যুৎসাহকে। বলা যেতে পারে এবারের অনুষ্ঠানকে আরও আকর্ষণীয় এবং বর্ণাঢ্য করে তুলেছে আতশবাজি আর পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের বিজ্ঞাপনের বিচিত্র অলঙ্করণ। গত সন্ধ্যা হতেই কারমাইকেল রোড থেকে খেয়াঘাট ছিল বাল-বৃদ্ধ জন আর জনতার কলধ্বনিতে মুখরিত। আকাশে সঞ্চার-মান মেঘমালা থাকলেও দর্শকের মনের আকাশ ঘোলাটে ছিল না। বরং খুশির আমেজ যেন পরিবেশকে বেশ জমিয়ে রেখেছিল। আর এই উৎসবের পরিমণ্ডল রচনা করেছেন স্থানীয় কমিটির উদ্যোক্তারা। দর্শক এবং প্রতিযোগীদের আনন্দ-দানের জন্যও তাঁরা আয়োজন করেছিলেন স্থানীয় বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের দিয়ে একটি বিচিত্রানু-ষ্ঠান পরিবেশনের। কিন্তু ছোট্ট করেই বলি—ব্যবস্থাপনা আর একটু বলিষ্ঠ হলে ভাল হোতো। মাঝে মাঝে মাইক্রোফোনের কণ্ঠস্বর অতি বিনয়-জনিত (কি জানি!) নম্রতায় নীরব হয়ে যাচ্ছিল। সভায় ক্ষণে ক্ষণে শ্রোতা ও দর্শকের মাঝে দেখা যাচ্ছিল অশান্ত ভাব হৈ-চৈ-হাল্লা। তাই সভা পরিচালনা কর্তৃপক্ষ হতে আরম্ভ করে পৌরপতিকে পর্য্যন্ত অনুষ্ঠান বন্ধ করে দেবার কথা বার বার ঘোষণা করতে শোনা যাচ্ছিল। তবে হক্ কথা—অনুষ্ঠানও চলছিল, শ্রোতা-দর্শকদের চেঁচামেচি চিল্লানিও চলছিল।

২৭।৮।৭২

সুবর্ণ সুযোগ

জঙ্গীপুর মহকুমা হাসপাতালে মহিলা বন্ধ্যাকরণের তিনটি বেড খোলা হইয়াছে।

ভর্ত্তির দিন—বুধবার এবং শুক্রবার।

হাসপাতালের পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্রে মহিলা ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করুন।

যাবতীয় ব্যবস্থা বিনামূল্যে করা হয়।

জেলা পরিবার কল্যাণ পরিকল্পনা আধিকারিক কর্ত্তৃক প্রচারিত।

খয়রাতি না প্রহসন (?)

সাগরদীঘি, ২০শে আগষ্ট– খয়রাতি সাহায্য কেবলমাত্র দুঃস্থ পরিবার-ভুক্ত লোকেরাই পাবার অধিকারী। কিন্তু তাদের মুখের গ্রাস কেড়ে এক একর থেকে পাঁচ একর জমি আছে এমন গরীব (?)কে সম্প্রতি পোপাড়া পশ্চিম গ্রামসভার অধ্যক্ষ আনোয়ার আলী মণ্ডল ৪ কেজি করে গমের টোকেন দিয়েছেন। তাঁর এই অভূতপূর্ব্ব দাক্ষিণ্যে প্রকৃত গরীব জনগণ অবাক না হয়ে পারেননি।

দফাদার মোসলেম সেখের দুই কন্যা যথাক্রমে হাকিমা বিবি (টোকেন নং ২২৯) এবং সেলিমা বিবি (টোকেন নং ২৩৯)কে খয়রাতি সাহায্য বাবদ চার কেজি করে গম দেওয়া হয়েছে, যদিও এদের প্রত্যেকের নামে এক একর করে জমি আছে। তাছাড়া জানেসা বেওয়া, নবিয়া বেওয়া, মুরসে আলিমকে জি, আর-এর টোকেন দেওয়া হয়েছে। এদের জমির পরিমাণ যথাক্রমে ১০ বিঘা, ৮ বিঘা এবং প্রায় ১৬ বিঘা। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এভাবে গরীবদের বঞ্চিত করে তাদের পাওনা জিনিষ অপাত্রে দানের সাহস কর্তৃপক্ষ পেলেন কোথায়?

॥ আত্মহত্যা ॥

জরুর, ২৮শে আগষ্ট—গত ২৬/৮/৭২ রাত্রে রঘুনাথগঞ্জ থানার জরুর গ্রামের শ্রীঅসীমকুমার সেন নামে একজন ছাত্র পর পর তিনবার উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ায় গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে।

ফরাক্কা ব্যারেজ সংবাদ

ফরাক্কা—এবার ফরাক্কায় স্বাধীনতা রজত জয়ন্তী উপলক্ষে ১৫ই আগষ্ট বিপুল আড়ম্বরের সহিত স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপিত হয়। সকালে বৃষ্টির মধ্যেও ফরাক্কার সর্ব্বস্তরের শ্রমিক কর্ম্মচারী ও স্থানীয় বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকবৃন্দ প্রভাত-ফেরীতে অংশ গ্রহণ করে শহর পরিক্রমা করেন। পরে বিভিন্ন স্থানে পতাকা উত্তোলন ও বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের মিষ্টান্ন বিতরণ করা হয়। সন্ধ্যায় স্থানীয় রিক্রিয়েশন হলে ফরাক্কা ব্যারেজ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন ও তাহাতে বিভিন্ন দেশাত্মমূলক সঙ্গীত, নাটক, যন্ত্রসঙ্গীত, নৃত্য ইত্যাদি পরিবেশিত হয়।

* * *

ফরাক্কা—গত ১৬ই এবং ১৭ই আগষ্ট স্থানীয় ফুটবল ময়দানে কলিকাতার টালীগঞ্জের সঙ্গে যথাক্রমে বহরমপুর ও ফরাক্কা একাদশের ফুটবল খেলা অনুষ্ঠিত হয়। বহরমপুরের সঙ্গে গোলশূন্য খেলা অনুষ্ঠিত হয় এবং ফরাক্কা একাদশ টালীগঞ্জের নিকট ২—১ গোলে পরাজয় স্বীকার করিলেও খেলাটি প্রাণবন্ত ও যথার্থ প্রতিযোগিতামূলক হইয়াছিল। বলা বাহুল্য এই খেলায় বহু জনসমাগম ঘটিয়াছিল।

* * *

ফরাক্কা—গত ১৭ই স্থানীয় রিক্রিয়েশন হলে ফরাক্কা উচ্চ-মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পুরস্কার বিতরণী সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় ফরাক্কা প্রকল্পের জেনারেল ম্যানেজার নীরেন মুখার্জী সভাপতি ও শ্রীমতী মুখার্জী প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন। এই সভায় ছাত্র-ছাত্রীগণ সুন্দর নৃত্যগীত পরিবেশন করার পর "ভাড়াটে চাই" নাটক মঞ্চস্থ করে। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে গত বৎসর রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার জন্য বিদ্যালয়ের পুরস্কার বিতরণ বন্ধ ছিল।

কাষ্টম্‌স্ ইন্সপেক্টর ও পুলিশ প্রহৃত

নিমতিতা, ২৪শে আগষ্ট—গত ২৩/৮/৭২ সুতী থানার কাষ্টম্‌স্ ইন্সপেক্টর এবং একজন কাষ্টম্‌স্ পুলিশকে কয়েকজন সমাজবিরোধী লোক দারুণভাবে প্রহার করে। পরে পুলিশে সংবাদ দেওয়ার পর পুলিশ প্রহারকারী দু'জনকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। সংবাদে প্রকাশ যে উক্ত ইন্সপেক্টর নাকি উৎকোচ গ্রহণের পরও তাদের বিরুদ্ধে কেশ দিয়ে দেয়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে অরংগাবাদ বাজারে জনগণের মনে একটা ত্রাসের সঞ্চার করে।

॥ ট্রাক উল্টে ১ জনের মৃত্যু ॥

সাগরদীঘি, ১৭ই আগষ্ট—গত ১৩ই আগষ্ট ৩৪নং জাতীয় সড়কের ধুমার-পাহাড়-এর কাছে একটি লবণ বোঝাই ট্রাক উল্টে গিয়ে ক্লীনার গুরুতররূপে জখম হন। আশংকাজনক অবস্থায় বহরমপুর সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়।

দুঃসাহসিক ডাকাতি

মা নিহত, পুত্র আহত

ফরাক্কা, ২২শে আগষ্ট—গত ১৮ই আগষ্ট ফরাক্কা থানার ধর্ম্মডাঙ্গা গ্রামে সেখ মোদাস্‌সার হোসেনের বাড়ীতে একদল সশস্ত্র ডাকাত হানা দিয়ে বাড়ীর লোকজনদের মারধোর করে এবং নগদে-অলঙ্কারে আনুমানিক দশ হাজার টাকা নিয়ে চম্পট দেয়। ডাকাতদলের নিক্ষিপ্ত গুলীতে গৃহকর্ত্রী ঘটনাস্থলেই নিহত হন এবং গৃহস্বামীর পুত্র গুরুতরভাবে জখম হন। আহত ব্যক্তিকে আশংকাজনক অবস্থায় হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে এখন পর্য্যন্ত কেউ গ্রেপ্তার হয়নি।

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল

আমরা সানন্দে জানাইতেছি যে রঘুনাথগঞ্জ উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের ১৯৭২ সালের উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল অতীব সন্তোষজনক। কলা বিভাগে সাঁইত্রিশজন ছাত্রীর মধ্যে বত্রিশজন উত্তীর্ণ হইয়াছে। এগারজন দ্বিতীয় বিভাগে ও একুশজন তৃতীয় বিভাগে। বিজ্ঞান বিভাগে দশজন ছাত্রীর মধ্যে একজন প্রথম বিভাগে, সাতজন দ্বিতীয় বিভাগে ও একজন তৃতীয় বিভাগে।

বিদ্যালয়টির সুশৃঙ্খল কার্যপদ্ধতি ও নিয়মানুবর্তিতা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

॥ রাখী-বন্ধন উৎসব ॥

রঘুনাথগঞ্জ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের স্থানীয় শাখার উদ্যোগে রাখী-পূর্ণিমা উপলক্ষে এক ভাবগম্ভীর অনাড়ম্বর পরিবেশে রাখী-বন্ধন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি তাঁর ভাষণে এই উৎসবের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করেন এবং সমবেত কিশোর তরুণদের ঐক্য, প্রেম, মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্ববোধের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হবার জন্য বলেন। সংঘ প্রচারক শ্রীবসন্ত রাও ভট্ট সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভাশেষে উপস্থিত কিশোর তরুণ এবং ভদ্রবৃন্দের হাতে রাখী পরিয়ে দেওয়া হয়।

॥ শোক-সংবাদ ॥

গত ৩রা ভাদ্র, রঘুনাথগঞ্জ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রথম প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক রাধাগোবিন্দ রায় পরলোকগমন করেন। তিনি বেশ কিছুদিন ধরিয়া অসুস্থ ছিলেন। রঘুনাথগঞ্জ বিদ্যালয়টি যখন প্রথম উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে উন্নীত হয়, তখন তিনি ইহার প্রধান শিক্ষকের কর্ম্মভার গ্রহণ করেন এবং এই বিদ্যালয় হইতেই অবসর গ্রহণ করেন।

গত ১০ই ভাদ্র তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ পাইবামাত্র রঘুনাথগঞ্জ উচ্চতর বিদ্যালয় বন্ধ হইয়া যায়। ছাত্র, শিক্ষক ও বিদ্যালয়ের কর্ম্মিবৃন্দ এক মিনিট নীরবতা পালন করিয়া তাঁহার আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্ম্মিগণ তাঁহাদের সভায় এক শোক প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

॥ খেলার খবর ॥

মির্জাপুর, ১৬ই আগষ্ট—রঘুনাথগঞ্জ ১নং উন্নয়ন সংস্থার স্পোর্টিশ য়্যাসোসিয়েশনের ১৯৭২ সালের ফুটবল খেলা চারটি জোনে বিভক্ত করিয়া জামুয়ার, কানুপুর নবজাগরণ ক্লাব মাঠ, মালডোবা পি, কে, ডি মাঠ ও বাগপাড়া নবীন সংঘের মাঠে পরিচালিত হইতেছে। মোট ১৯টি এ্যাথলেটিকেল ক্লাব এই খেলায় অংশ গ্রহণ করিতেছে।

খোকার জন্মের পর..

আমার শরীর একেবারে ভেঙ্গে প'ড়ল। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলাম সারা বালিশ ভর্তি চুল। তাড়াতাড়ি ডাক্তার বাবুকে ডাকলাম। ডাক্তার বাবু আশ্বাস দিয়ে বল্লেন—"শারীরিক দুর্বলতার জন্য চুল ওঠে।" কিছুদিনের যত্নে যখন সেরে উঠলাম, দেখলাম চুল ওঠা বন্ধ হয়েছে। দিদিমা বল্লেন—"ঘাবড়াসনা, চুলের যত্ন নে,

দু'দিনেই দেখবি সুন্দর চুল গজিয়েছে।" রোজ দু'বার ক'রে চুল আঁচড়ানো আর নিয়মিত স্নানের আগে জবাকুসুম তেল মালিশ সুরু ক'রলাম। দু'দিনেই আমার চুলের সৌন্দর্য ফিরে এল'।

জবাকুসুম কেশ তৈল

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
জবাকুসুম হাউস • কলিকাতা-১৯

KALPANA.J.K-8CB

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।